কথাটি কি ?

চন্দ্রিমা নিয়োগী
নবম শ্রেণী

রতনপুর নামে একটি গ্রাম ছিলো। সেই গ্রামে দুই কৃষক বাস করত। দুই কৃষক ছিলো একে অপরের অন্তরঙ্গ বন্ধু দুইজনের ঘরে ছিলো দুটি তের/চৌদ্দ বছরের মেয়ে। একজনের নাম ছিল চম্পা এবং অন্যজন্যের নামছিলো মালতী তারাও আবার তাদের বাবাদের মতো একে অপরের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

সেইগ্রামে একটা বেশ নাম করা পুকুর ছিলো পুকুরের এপাশে চম্পা তার মা বাবার সাথে থাকত। এবং ওপাশে থাকত মালতী তার মা ও বাবার সাথে।

চম্পা ও মালতী দুইজন খুব বন্ধু হলেও তাদের মধ্যে একটা পার্থক্য দেখা যায়। চম্পা একটু চঞ্চল প্রকৃতির এবং মালতীর প্রকৃতি গাম্ভীর্য পূর্ণ।

চম্পা ও মালতীদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপছিলো। ছোট সংসার হলেও তাদের একদিন চলাই কষ্টকর ছিলো আর সারামাসতো দূরের কথা

চম্পা ও মালতীর বাবা-মারা মেয়েদের বিনা পয়সায় গ্রাম থেকে কিছু দূরে একটা মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি করান। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন খুবই দয়ালু প্রকৃতির। তাই তিনি-তাদের আর্থিক সামর্থ নাথাকায় চম্পা ও মালতীর পড়ার আগ্রহ

দেখে বিনা পয়সায় তার স্কুলে পড়াতে রাজী হন।

এমনি করে তাদের দিন যাচ্ছে। তারা দুজনই যখন নবম শ্রেণীতে পড়ে। তাদের নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা আরম্ভ হবে। দুইজনই বেশ পড়াশুনা করে পরীক্ষা পরদিন সকালে

চম্পা পরীক্ষা দিতে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে মালতীদের বাড়ীতে গেল। সে কি অবাক কাণ্ড দেখে চম্পা মালতীকে বলল, "কিরে পরীক্ষা দিতে যাবিনা।" মালতী চম্পার কথার কোন উত্তর না দিয়ে মুখ গোমরা করে খাটে বসে রইল। চম্পা আবার জিজ্ঞাসা করল — কিরে কিছু বলছিস না কেন? যাবি না, মালতী খিট খিটে মেজাজ করে বলল। "দেখতেই তো পাচ্ছিস। তবে আবার জিজ্ঞাসা করছিস কেন?

চম্পা মালতীকে বলল, "কালকে তো দেখছিলাম তুই পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে সব অঙ্ক গুলি করছিল তবে আজ কি করে তোর মতপাল্টে গেল।

মালতী কেঁদে কেঁদে বলল, "শোন চম্পা, তোর সাথে আমার অনেক কথা আছে। আমি ভাবছিলাম তোকে আজকেই কথাগুলো বলব, কিন্তু তুই আজকে পরীক্ষা দিতে যাবি। আজকেই প্রথম পরীক্ষা তাও আবার তোর সবসেয়ে কঠিন বিষয় অঙ্ক। যদি তোকে এখন আমি এই কথাগুলো বলি তবে তুই সারাটা পরীক্ষার হলে পরীক্ষা না দিয়ে চিন্তা করে কাটাবি। তাই আমি তোকে এখন এই সব কথা বলবনা। তুই পরীক্ষা দিয়ে আয় তারপর বলব।"

চম্পা বলল, "তবে আমিও পরীক্ষা দিতে যাব না? কিন্তু মালতীর অনেক কাকুতি-মিনতীর পর সে পরীক্ষা দিতে রাজী হল।

চম্পা মনে অনেক দুচিন্তা নিয়ে গেল পরীক্ষার হলে। প্রথম ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথে প্রশ্ন পেয়ে ও পরীক্ষা দিতে আরম্ভ করল। দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ে গেল, ঠিক তখনই চম্পার মনটা কেমন যানি করে উঠল। সে পরীক্ষা আর দিতে পারছেনা। মাথাটা যেন তার কেমন করছে। পরীক্ষার খাতা জমা দিয়ে সে তখন বাড়ী চলে আসল।

আসার সময় হঠাৎ রাস্তায় অনেক লোকের ভীড় দেখতে পেয়ে সে মনে একটা কেমন যানি অনুভব করছিলো। হঠাৎ সে দেখল যে মালতীদের বাড়ীর কাছে অনেক লোক জমাট বেঁধে কান্না কাটি করছে। চম্পা ঘরে তুকে এক অবাক দৃশ্য দেখল মাটির উপর সাদা কাপড়ে ঢাকা মালতীর মৃতদেহকে দেখে চম্পা হাট মাট করে কেঁদে উঠল।

কিছুক্ষণ পড়ে সে একদম চুপ হয়ে বলতে লাগল "বলনা মালতী তুই আমাকে কি বলবি বল, বল, নাইলে আমি তোর সাথে আর কোনও দিনও কথা বলব না।

তারপর সে শুনতে পেল যে তাদের বাড়ীর সামনে যে পুকুরটা ছিল সেখানে অন্যসব সঙ্গীদের সঙ্গে সাঁতোর দিতে দিতে হঠাৎ মালতী জলের তলায় যে লুকালো আর বেরোলেনা, সেই পুকুরই তার কাল।

চম্পা সেদিনের পর থেকে প্রতিদিন পুকুরের সামনে যেত এবং গিয়ে সেই একই প্রশ্ন করত তোর কথাটি কি ?